পাক্ষিক
আহমদী
দ্বাদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা
১৫ই মাহে তবলীগ—১৩২১ হিঃ, শাঃ] —— [১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ ইং

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم
وعلى عبده المسيح الموعود

বিগত নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া সম্মেলনে
আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা
হজরত আমীরুল-মোমেনীনের দ্বিতীয় বক্তৃতা
বর্ত্তমান যুদ্ধ ও আমাদের কর্ত্তব্য
বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজকে কেন এবং কি উপায়ে সাহায্য করা উচিত

[২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪১, তারিখে প্রদত্ত]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এখন আমি যুদ্ধের আরো কতিপয় প্রতিফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই এবং সেগুলির প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করা আমি একান্ত আবশ্যক মনে করি। এই প্রসঙ্গে সর্ব্ব-প্রথম কথা এই যে, বর্ত্তমানে ভারতের উপর আক্রমণ হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে।

ইংরাজকে সাহায্য করার প্রথম কারণ

আল্লাহ্‌তা'লার জ্ঞানে কি আছে তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু যে-অবস্থায় এখন আমরা আছি এই অবস্থাধীনে ইংরাজকে আমাদের সাহায্য করা আবশ্যক। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে এই গবর্ণমেণ্টের অধীন রাখিয়াছেন এবং হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এই গবর্ণমেণ্টের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তিনি নিজ অনুসরণকারিগণকেও ইহার সহিত সহযোগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"আমরা দোয়া করি, আল্লাহতা'লা এই গবর্ণমেণ্টকে প্রত্যেক বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং ইহার শত্রুগণকে অবমাননার সহিত অপদস্থ করুন।" (জমিমায়ে শাহাদাতুল-কোরান, পৃঃ ২৩৩)

তিনি আরো বলিয়াছেন—

"প্রত্যেক 'সাদতমানদ' বা সৌভাগ্যবান মোসলমানের প্রার্থনা করা উচিত যেন তখন ইংরাজের বিজয় হয়, কেননা তাহারা আমাদের মোহসেন বা উপকারী।" (আজালায়ে-আওহাম, পৃঃ ১৩২)

ইংরাজকে সাহায্য করার দ্বিতীয় কারণ

আমাদের দেশের পক্ষে অন্যান্য বিদেশী গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অনেক দিক দিয়াই শ্রেয়; তাই ইংরাজের বিজয়েই ভারতের মঙ্গল। যে-জাতি কোন দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ রাজত্ব করিয়া আসে তাহাদের 'রউব' বা প্রভাবও কমিয়া যায়। যাহারা স্কুলে পড়িয়াছেন তাহারা জানেন যে, যে-শিক্ষক স্কুলে নূতন নূতন আসেন তাঁহার প্রভাব বেশী থাকে, পুরাতন শিক্ষকদের এত প্রভাব থাকে না। এইরূপে পুরাতন গবর্ণমেণ্টের প্রভাবও কমিয়া যায় এবং নব-প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের প্রভাব বেশী হয়। পুরাতন গবর্ণমেণ্টের মোকাবেলা যেরূপ সাহসের সহিত করা যায় নূতন গবর্ণমেণ্টের মোকাবেলা সেরূপ সাহসের সহিত করা যায় না। গান্ধিজি যেরূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর রাগ করিয়া বলেন, "আমি পানাহার ছাড়িয়া দিব" এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও তখন তাঁহাকে মানাইতে চেষ্টা করেন, সেরূপ জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের অধীন সম্ভব নহে। ইংরাজ গান্ধিজীকে খুব চিনেন এবং গান্ধিজীও ইংরাজকে খুব চিনেন। এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে, যিনি পরে গবর্ণরও হইয়াছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "গবর্ণমেণ্টের অমুক বিষয় কংগ্রেস জানিতে পারিয়াছে, আপনাদের কেমন এন্তেজাম বা ব্যবস্থা যে, গবর্ণমেণ্টের গোপনীয় বিষয়ও কংগ্রেস জানিয়া ফেলে?" তিনি বলিলেন, "এই রূপেই হইয়া যায়, আমাদের গোপনীয় বিষয় কংগ্রেস জানিয়া ফেলে এবং কংগ্রেসের গোপনীয় বিষয় আমরা জানিয়া ফেলি"। এই হইল গান্ধিজী এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যাপার,

তাহারা উভয়ই উভয়ের মনের কথা বুঝিতে পারেন। কিন্তু আজ যদি ভারতে ইংরাজের স্থলে অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট আসে তবে তাহারাও গান্ধিজীর মন জানিতে পারিবে না এবং গান্ধিজীও তাহাদের মন জানিতে পারিবেন না। যে-জাতি তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া দুনিয়ার অর্থ শোষণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সেই সাহস ও বীর্য্য থাকিতে পারে না যেরূপ সাহস ও বীর্য্য এক নূতন জাতির মধ্যে থাকিবে যাহারা দুনিয়াতে ভোগ বিলাসের নূতন আশা লইয়া ময়দানে বাহির হইয়াছে। ইংরাজ তো এখন মনে করে যে, তাহাদের যাহা নিবার ছিল তাহা তাহারা নিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন নূতন জাতি অন্ততঃ শ', দু'শ বৎসর ভোগ না করিয়া শান্ত হইবে না। ইংরাজকে সাহায্য করিবার নিগূঢ় কারণ হইল ইহাই।

সাহায্য করার ছয়টি উপায়

সুতরাং আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক উভয় দিক দিয়াই বিচার করিলে আমাদিগকে তাহাদের সাহায্য করা উচিত এবং এই সাহায্য আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে করিতে পারি :—

(১) রিক্রুটিং-এ বিশেষ সাহায্য প্রদান ;
(২) চাঁদাদি দ্বারা সাহায্য প্রদান ;
(৩) মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ করা ;
(৪) দেশে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করা ;
(৫) বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহাতে সাহায্য প্রদান ;
(৬) ইংরাজের কৃতকার্য্যতার জন্য প্রার্থনা করা।

এখন আমি উপরুক্ত প্রত্যেকটি বিষয় একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে চাই।

রিক্রুটিং-এ সাহায্য প্রদান বা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়া

রিক্রুটিং-এ সাহায্য প্রদানে যে কেবল ইংরাজের কৃতকার্য্যতা লাভে সাহায্য হয় তাহা নহে, বরং তাহাতে জাতির ভিতর সামরিক স্পৃহা (military spirit) জাগ্রত হয় এবং সামরিক কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ হয়।

অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের ইংরাজকেই সাহায্য করা উচিত এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রথম উপায় হইল সৈন্য দলে ভর্ত্তি হওয়া। সৈন্য দলে ভর্ত্তি হইলে আমাদের নিজেদের মধ্যেও সামরিক স্পিরিট জাগ্রত হইবে। যে-জাতির মধ্যে সামরিক স্পিরিট নাই সেই জাতি ভীরু হয়। এই যে কাশ্মীরী জাতি যাহারা আজ অতি ভীরু বলিয়া পরিগণিত ইহারা এক কালে অতি বাহাদুর ছিল এবং যে সোলতান মাহমুদ গজনবীকে ভারতে কেহ পরাস্ত করিতে পারে নাই সেই সোলতান মাহমুদ গজনবী একমাত্র কাশ্মীরেই দুইবার পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ এই বাহাদুর জাতির অবস্থা এই :—

একবার আমি বাল্যকালে কাশ্মীর গিয়াছিলাম। তখন আমি দেখিলাম, এক পণ্ডিত পঞ্চাশ ষাট জন কাশ্মীরীকে গালি দিতেছে এবং তাহারা পণ্ডিতের সামনে হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতেছে। এক কালে রাওলপিণ্ডি এবং সীমান্ত প্রদেশের কয়েকটি জিলা ব্যাপিয়া তাহাদের রাজত্ব ছিল। তিব্বতেও তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যখন সৈনিক স্পিরিট লোপ পাইল তখনই তাহারা ভীরু হইয়া গেল।

আল্লাহ্ তা'লা শাসক জাতিদের উপর এই উদ্দেশ্যে বিপদ-পাত করেন যেন শাসিত জাতিদের মধ্যে মিলিটারী স্পিরিট জাগ্রত হয়। বিপদের সময় শাসক জাতি বাধ্য হইয়া শাসিত জাতিকে সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া থাকেন। অতএব আল্লাহতা'লা বর্ত্তমানে আমাদের জন্য এক উন্নতির পথ খুলিয়াছেন। ইহা হইতে আমাদের কল্যাণ গ্রহণ করা উচিত এবং ফৌজী ট্রেনিং লাভ করা উচিত।

মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ

দ্বিতীয় বিষয় হইল—মিথ্যা গুজবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। এটি অত্যন্ত গুরু বিষয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, মিথ্যা গুজব মানুষকে ভীরু করিয়া দেয়। সাধারণতঃ মানুষ বিপদকে এত ভয় করে না যত ভয় সে বিপদের সংবাদকে করে। স্বয়ং আমাদের সঙ্গেই একবার এরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা ডালহোজীতে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যা সময় ছিল। আমরা দুইজন দুইজন করিয়া চলিতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে আওয়াজ আসিল "সাপ, সাপ"। সাপের নাম শুনিয়াই আমাদের সম্মুখের সারিতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা লাফাইয়া চলিলেন। তাঁহাদেরই এক জনের পায়ের ভিতর দিয়া সাপ চলিয়া গেল। কিন্তু তবু তাঁহারা লাফাইয়াই চলিতে লাগিলেন যেন তাঁহাদের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপেই এক একটি সাপ দেখা যাইতেছিল। আমি এবং শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব, আমরা পিছনের সারিতে ছিলাম। আমরা তো বন্ধুগণকে বিপদে দেখিয়া তাঁহাদের সাহায্যার্থ তাঁহাদের পিছনে পিছনে দৌড়াইয়াছিলাম। কিন্তু আমরাও তাঁহাদের ন্যায়ই লাফাইয়া লাফাইয়া দৌড়াইয়াছিলাম ; অথচ আমাদের সামনে কোন সাপ ছিল না, বরং ইতিমধ্যে আমাদের পিছনের সারির লোকগণ সাপকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। মোটকথা, সাপ তো মরিয়াই গিয়াছিল, কিন্তু ইহার নামই সকলকে দৌড়াইয়াছিল।

বস্তুতঃ বিপদের নাম প্রকৃত বিপদ অপেক্ষাও অধিকতর ভীতিপ্রদ এবং ভীরুতাজনক। বিপদ দেখিয়া লোক তত ভয় করে না যত ভয় সে বিপদের নাম শুনিয়া করে। একবার আমি পায়খানায় বসিয়াছিলাম, এমন সময় দেখি যে, আমার দুই উরুর মাঝখান দিয়া এক সাপ ফনা ধরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমি একটুও ভীত না হইয়া ঐ ভাবেই বসিয়া রহিলাম, কারণ আমি ভাবিয়া ছিলাম যে, নড়াচড়া করিলে হয়তো সাপ দংশন করিতে পারে। অল্পক্ষণ পরেই সাপটি নির্ব্বিবাদে চলিয়া গেল। অতএব দেখা যায় যে, একস্থলে সাপকে অতি নিকটে দেখিয়া, এমন কি, আমার নগ্ন দেহ প্রায় স্পর্শ করে দেখিয়াও আমি ভীত হইলাম না, কিন্তু ডালহোজীতে সাপের নাম শুনিয়াই আমরা সকলে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

মোটকথা, বিপদের গুজবই মহা ত্রাসের সঞ্চার করে। যুদ্ধের গুজব প্রকৃত যুদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর ভীতি-জনক। কোথাও বোমা নিক্ষেপের গুজবে যত ভয়ের সৃষ্টি হয় প্রকৃত বোমা নিক্ষেপে তত ভয় হয় না। মিথ্যা গুজব জাতির মধ্যে ভীরুতা সৃষ্টি করিয়া দেয়। অতএব মিথ্যা গুজবের প্রতিরোধ করা কেবল ইংরাজের জন্য নয় আমাদের নিজেদের মধ্যে বীরত্ব ও সাহস কায়েম রাখিবার জন্যও নেহায়ত জরুরী। জনৈক বন্ধু যিনি সৈন্য বিভাগে কাজ করেন এবং লেফটন্যান্টের পদে আছেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কিছু উপদেশ চাহেন। আমি তাঁহাকে বলিয়া দেই যে, আপনি সর্ব্বদাই নিজ অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সাহস কায়েম রাখিতে চেষ্টা করিবেন। ক্রীট ইত্যাদি স্থানে ব্রিটিশের পরাজয় হওয়ায় যদি সীপাহীদের মধ্যে নৈরাশ্য আসিয়া থাকে তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিবেন, "ইংরাজগণ কিসের যুদ্ধ করিবে? তাহারা তো আরামে লালিত-পালিত, তাহারা কেমন করিয়া শত্রুকে পরাজিত করিবে? আমরা শত্রুকে পরাজিত করিব; আমরা মজবুত এবং কঠোর পরিশ্রমী লোক, আমাদের সঙ্গে যখন শত্রুর মোকাবেলা হইবে তখন আমরা নিশ্চয়ই শত্রুকে পরাভূত করিব।"

সারকথা, যুদ্ধের মিথ্যা গুজব বড়ই ভীতি-প্রদ হয় এবং সেগুলির প্রতিরোধ করা আবশ্যক। হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) একটি ঘটনা শুনাইতেন—একবার রুস্তমের ঘরে চোর ঢুকিয়াছিল। রুস্তম অবশ্য বড় বীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার খ্যাতি রণ-নৈপুণ্যেই ছিল, কুস্তিতে হয়তো তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। চোর খুব কুস্তিগীর ছিল। সে রুস্তমকে নীচে ফেলিয়া দিল। রুস্তম দেখিলেন মৃত্যু আসন্ন। তখন তিনি অগত্যা বলিয়া উঠিলেন, "রুস্তম আসিয়াছে, রুস্তম আসিয়াছে"। চোর রুস্তমের নাম শুনিবা মাত্রই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মোটকথা, চোর বাস্তব রুস্তমকে তো পরাজিতই করিয়াছিল, কিন্তু রুস্তমের নামে ভীত হইয়া পলায়ন করিল।

মিথ্যা গুজবের আর একটি কুফল এই যে, ইহাতে রিক্রুটিং-এর কাজ বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেকের আত্মীয়-স্বজনই যুদ্ধে গিয়াছেন এবং প্রত্যেকই নিজের আত্মীয়-স্বজনের রক্ষার জন্য দোয়া করিতেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইলে তাহাদের সাহায্যার্থে তাহাদের পিছনেও বন্দুক-ধারী সীপাহী থাকা চাই। কিন্তু মিথ্যা গুজবের ফলে আর সীপাহী পিছনে যাইবে না। অন্য কথায়, যাহারা মিথ্যা গুজবের প্রচার করে তাহারা যেন নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকেই মারিবার বন্দোবস্ত করেন। অতএব আপনারা মিথ্যা গুজবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজেদের ভাই-বন্ধুকে রক্ষা করুন।

দেশে শান্তি রক্ষার চেষ্টা

যুদ্ধে সাহায্য প্রদানের আর এক উপায় হইল দেশে শান্তি কায়েম রাখা। যুদ্ধ-কালে দুর্বৃত্তদের সাহস বাড়িয়া যায়। এবং তাহারা দাঙ্গা-ফাসাদ সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধে এরূপ দুর্বৃত্ত লোক আছে। হিন্দুদের মধ্যেও এরূপ লোক আছে যাহারা বলে, "আমরা মোসলমানদিগকে ভারত হইতে বাহির করিয়া দিব," আবার মোসলমানদের মধ্যেও এরূপ লোক আছে যাহারা বলে, "আমরা হিন্দুদিগকে বাহির করিয়া দিব।" অবশ্য ইহারা উভয় সম্প্রদায়েরই অতি নীচ শ্রেণীর লোক। কোন ভদ্র হিন্দু বা ভদ্র মোসলমানের মুখে এরূপ কথা শুনা যাইবে না। মিথ্যা গুজব উপরুক্ত দুর্বৃত্তগণকে সাহায্য করে এবং তাহারা এই অপেক্ষায় থাকে যে, দেশের কোথাও কোন সহরে অশান্তি সৃষ্টি হওক এবং এই সুযোগে তাহারা খুব লুট-পাট করিয়া করিয়া নেওক।

অতএব মিথ্যা গুজবের প্রচার রোধ করিলে কেবল ইংরাজেরই সাহায্য হয় না, বরং নিজেদেরও উপকার হয়। দেশে যদি অশান্তি সৃষ্টি হয় তবে তাহার ফলে দুর্বৃত্তগণই লাভবান হয়, ভদ্রলোকগণের কোন লাভ হয় না, বরং তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বদমায়েসগণ সর্ব্বদাই এই অপেক্ষায় থাকে যে, কখনো যদি দুইটি বেকুফ হিন্দু ও মোসলমানে ঝগড়া সৃষ্টি হয় তবে তাহাদের লুট-তরাজের সুবিধা হইবে। অতএব দেশের ভিতর এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া উচিত যেন দুর্বৃত্তগণের এমন সুযোগ লাভ না হয় এবং তাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করিবার কোন ওজুহাতই না পায়।

ইংরাজের কৃতকার্য্যতার জন্য প্রার্থনা

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় হইল ইংরাজের কৃতকার্য্যতার জন্য প্রার্থনা করা। প্রার্থনার অস্ত্র অতি কার্য্যকরী অস্ত্র। ইহার মূল্য কেবল আমরাই জানি, অন্য কোন জাতি জানে না। আমরা প্রার্থনার মহা মহা ফল দেখিয়াছি। এই প্রার্থনার অস্ত্র আমরা ছাড়া আর কেহ চালাইতে জানে না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আমরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু আমরা সংখ্যায় অল্প হইলেও আমরা সৈন্যদলের তুপ-খানার কর্ম্মচারী স্বরূপ। পদাতিক বা অন্যান্য সৈন্যদল শৈথিল্য করিলে, তত ক্ষতি হয় না, যত ক্ষতি তুপ-খানার কর্ম্মচারিগণের শৈথিল্যে হয়। তুপ-খানার কর্ম্মচারিগণ শৈথিল্য করিলে সমগ্র সৈন্যদলই মারা যাইবে।

বস্তুতঃ আমরা তুপ-খানার কর্ম্মচারী। আমরা যদি ত্রুটি করি তবে সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। তুপের ন্যায় দোয়ার গোলাও বহু দূর যাইয়া পৌঁছে। আমাদের সামনে প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার এমন নিদর্শন-সমূহ রহিয়াছে যে, আমরা কিছুতেই ইহার শক্তি অস্বীকার করিতে পারি না। হজরত মসিহ মাওউদকে (আঃ) গুরুদাসপুরের আত্মারাম নামক এক ম্যাজিষ্ট্রেট শাস্তি দিবার মনস্থ করিলেন। তিনি আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করিলেন। আল্লাহতা'লা তাঁহাকে আত্মারামের সন্তানের মৃত্যুর খবর জানাইলেন। ফলতঃ বিশ দিন মধ্যে তাঁহার দুইটি যুবক পুত্র মারা যায়। (হাকিকাতুল-ওহি, ২১৬ পৃঃ)। একটি ছেলে লাহোর গবর্ণমেন্ট কলেজে পড়িত। সে জলে ডুবিয়া মারা গেল। আল্লাহতা'লার চালিত তুপ এইরূপই হয়। অন্য তুপ তো ষাট-সত্তর মাইল পর্য্যন্তই পৌঁছে এবং এবং উহার গোলা অনেক সময় লক্ষ্যচ্যুতও হইয়া যায়, কিন্তু খোদাতা'লার তুপের গোলা বহু দূর পর্য্যন্ত পাল্লা করে, লক্ষ্যচ্যুত হয় না। উপরুক্ত ব্যাপারে আল্লাহতা'লার

তুপ গুরুদাসপুর হইতে লাহোর প্রায় ৮০ মাইল দূরে যাইয়া পৌঁছে এবং সেখানে গবর্ণমেণ্ট কলেজকে বাছিয়া লয় এবং ঠিক সেই যুবকের উপরই পড়ে যাহার উপর ইহা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং তাহাকে সংহার করে।

বস্তুতঃ দোয়া রূপ তুপের গোলা কখনো ব্যর্থ যায় না। এই তুপ আমার কাছে রাখিয়াও যদি আমরা আলস্য করি তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে। দোয়ার অপর এক কল্যাণ এই যে, দোয়া করিলে হৃদয়ে 'একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়। মানুষ যখন বলে, "হে খোদা! আমাকে সাহায্য কর" তখন তাহার হৃদয়ে এক একীন সৃষ্টি হয় যে, খোদা তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন এবং এই রূপে তাহার মধ্যে 'তাওয়াক্কুল' (খোদাতে নির্ভর) বৃদ্ধি পায় এবং সে এমন কাজ করে যাহা অপরে করিতে পারে না।

যুদ্ধের অপর কুফল হইল এই যে, দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কতক ফসল তো সৈন্যদের জন্য চলিয়া যায়, আর কতক দোকানদারগণ আটক করিয়া ফেলে যেন বেশী দামে বেচিতে পারে। আজকাল ফসলের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহা যথেষ্ট হয় নাই। আমার মতে গমের মূল্য টাকায় তের সেরের মত হওয়া উচিত। এরূপ মূল্যে কৃষকদেরও উপকার হইতে পারে এবং অন্যান্য লোকেরও অধিক কষ্ট হইবে না।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার

দুর্ভিক্ষের এক প্রতিকার এই ভাবেও হইতে পারে যে, জমাতের বন্ধুগণ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন এবং যে-ফসল উৎপন্ন হয় তাহার কিছু না কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন। কোরান শরীফের সুরা ইউসুফে এই প্রনালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিই অধিক হইতে অধিক এবং উত্তম হইতে উত্তম ফসল উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন এবং বীজও উত্তম ব্যবহার করিবেন। অতঃপর যে-ফসল উৎপন্ন হইবে তাহার কিছু না কিছু অবশ্যই সঞ্চিত রাখিবেন, যেন বিপদের সময় কেবল নিজের আহারের বন্দোবস্ত না করিয়া প্রতিবেশীদেরও আহারের বন্দোবস্ত করা যায়।

অল্পদিন হইল এক আহমদী মহিলা আমাকে তাঁহার এক স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) আগমন করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, "দুই হাজার টাকার ফসল খরিদ করিয়া রাখ"। এই স্বপ্ন দ্বারাও বুঝা যায় যে, আমাদের জমাতের কিছু না কিছু ফসল সঞ্চিত রাখা উচিত। আমি দেখিয়াছি, মোসলমান কৃষকগণ অধিক পরিশ্রম করিতে পারে না। শিখ কৃষকগণ অধিক পরিশ্রম করে এবং তাহাদের ফসলও ভাল হয়। ফসল চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা ভাল করা যায়। আমাদের বন্ধুগণের ফসল ভাল করিতে চেষ্টা করা উচিত এবং উৎপন্ন ফসলকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতেও চেষ্টা করা উচিত, সস্তা দরে বিক্রি করিয়া দেওয়া উচিত নহে এবং কিছু না কিছু ফসল সঞ্চয় করা উচিত।

অশান্তি-উপদ্রবের সময় আত্মরক্ষার উপায়

এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের কুফলে দেশ কোন সময় কিছু না কিছু উপদ্রব ও অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে। তাহার জন্যও জমাতকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ফেতনা-ফাসাদের সময় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকতর বিপদের আশঙ্কা হয়। অতএব এরূপ সময়ে আমাদের বন্ধুগণের মরকেজে (কাদিয়ানে) জমা হইতে চেষ্টা করা উচিত। এসম্বন্ধে আমি বিস্তৃত বলা প্রয়োজন মনে করি না, কেননা আত্ম-রক্ষার ইচ্ছা আল্লাহতা'লা মানুষের প্রকৃতিতেই রাখিয়াছেন। আমি মাত্র এটুকুই বলিয়া দিতে চাই যে, এরূপ সময়ে বন্ধুগণ মরকেজে সমবেত হইতে চেষ্টা করিবেন। যাহারা কাদিয়ানে চলিয়া আসিতে পারেন তাহারা এখানে চলিয়া আসিতে পড়িবেন, আর যাহারা কাদিয়ান আসিতে না পারেন তাহারা জিলার এরূপ কোন স্থানে সমবেত হইবেন যেখানে জমাত বেশী বা যেখানে আহমদী ক্ষমতাপন্ন আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকে, "নিজেদের ঘরবাড়ী কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাইব?" ইহা উন্মাদের কথা এবং ইহার পরিণাম এই হয় যে, ঘরও যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও যায়। একা একা মানুষ কিছুই করিতে পারে না। ক্রমশঃ

পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়ার আবেদন

আমাদের জনৈক আহমদী ভ্রাতা গাইবান্ধা নিবাসী মিষ্টার মোহাম্মদ আবদুস্ সামি এবার, ইন্‌শা-আল্লাহ্, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি হইতে বি, এস-সি, (এগ্রিকালচার) ফাইনেল পরীক্ষা দিবেন। আগামী ১৩ই মার্চ্চ হইতে তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে এবং ২০শে এপ্রিল শেষ হইবে। তিনি বাংলার সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নির খেদমতে ছালাম ও দোয়ার জন্য আবেদন জানাইতেছেন। অতএব সকল ভ্রাতা-ভগ্নির খেদমতে অনুরোধ এই যে, আপনারা তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য দোয়া করিবেন।

আমাদের অপর ভ্রাতা বাঙ্গণবাড়ীয়া নিবাসী মাষ্টার ছালাহউদ্দীন চৌধুরী এবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবেন। আগামী ১৫ই এপ্রিল হইতে তাঁহার পরীক্ষা শুরু হইবে। বন্ধুগণ তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্যও দোয়া করিবেন।

আমাদের অপর ভ্রাতা বগুড়া নিবাসী মিঃ তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ বজলুল করীম এবার ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হইতে সাব-ওভারসিয়ারী পরীক্ষা দিবেন। ১৮ই মার্চ্চ তাঁহার পরীক্ষা শুরু হইবে। বন্ধুগণ তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্যও দোয়া করিবেন।

আখেরে-জমানা বা কলি-যুগ সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী

সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বকার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ

[আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা প্রণীত 'দাওয়াতুল-আমীর' ও আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব প্রণীত 'হাদীছুল-মাহদী' অবলম্বনে]

(৫)

(প্রত্যেক শাস্ত্রেই শেষ যুগে খোদাতা'লার তরফ হইতে এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহার আগমন কাল, তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি ও তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে কল্কি অবতার, কেহ মসিহ-মাহদী, কেহ মেসায়া, কেহ মৈত্রেয় ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দিয়াছেন এবং তাঁহার আগমন কালকেও কেহ 'আখেরে-জামানা' কেহ বা 'কলি যুগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি এবং তাঁহার আগমনকালীন ধর্ম্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও কৃষ্টিগত অবস্থা সম্বন্ধে ইসলামী শাস্ত্র হইতে ১১০টি এবং হিন্দু শাস্ত্র হইতে ২২টি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, তৎ-সমুদয়ই বর্ত্তমানকালে এবং আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হজরত আহমদের (আঃ) মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে। এই সংখ্যায় এ সম্বন্ধে ইসলামী শাস্ত্র হইতে আরো কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা গেল।)

১১১। দাজ্জাল বাহির হইয়া সমস্ত জগতে প্রাধান্য বিস্তার করিবে। (হাদীস)

এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতঃ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিচার করা দরকার।

(১) শাস্ত্রে যেমন মসিহ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমস্ত জগতে দাজ্জালের প্রাধান্য লাভের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি খৃষ্টান শক্তিও ঠিক সেই সময়েই সমস্ত জগতে প্রাধান্য লাভ করিবে বলিয়া বলা হইয়াছে। একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন শক্তি সমস্ত জগতে প্রাধান্য লাভ করা সম্ভব নহে। অতএব বুঝা যায় যে, দাজ্জাল ও খৃষ্টান শক্তি, প্রকৃত পক্ষে দুইটি পৃথক শক্তি নহে। একই শক্তির দুই নাম।

(২) দ্বিতীয়তঃ হজরত রসুল করীম্ (ছাঃ) আমাদিগকে দাজ্জালের ফেতনা বা আপদ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে কোরানের সুরাহ কাহাফের প্রথম রুকু পাঠ করিতে বলিয়াছেন। সেই রুকু পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে আল্লাহতা'লা খৃষ্টান মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পুত্র আছে বলিয়া বলে তাহাদের প্রতি আজাবের ভয় দেখাইয়াছেন। ইহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, দাজ্জাল দ্বারা খৃষ্টান মতবাদ বা খৃষ্টান শক্তিকেই বুঝায়।

(৩) আভিধানিক অর্থেও 'দাজ্জাল' এরূপ এক বৃহৎ দলকে বুঝায়, যাহারা জন-বাহুল্য দ্বারা পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিবে, জগতে পণ্য দ্রব্য লইয়া বিচরণ করিবে, সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিবে। সুতরাং আভিধানিক অর্থেও 'দাজ্জাল' শব্দ দ্বারা খৃষ্টান জাতিকেই বুঝায়। খৃষ্টান জাতি আজ সমস্ত জাতিকে জন-বাহুল্য দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং সমস্ত জগতে বাণিজ্য চালাইতেছে, পণ্য দ্রব্য আমদানী-রপ্তানী করিতেছে এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করিতেছে, খৃষ্টান পাদরীদের প্রচার-প্রদ্ধতিই তাহার সাক্ষ্য।

দাজ্জাল সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় লক্ষণই খৃষ্টান-জাতির প্রতি নির্দ্দেশ করে। যেমন হাদীসে আছে মোসলমানগণ কন্‌ষ্টান্টিনোপল বিজয়ের পর যখন ধনমদে মত্ত হইবে তখন দাজ্জাল বাহির হইবে। বস্তুতঃ কন্‌ষ্টান্টিনোপল বিজয়ের পর হইতে মোসলমানগণ ধনমদে মত্ত হইয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং খৃষ্টান-শক্তি প্রবল হইয়া প্রথমতঃ স্পেন হইতে মোসলমানদিগকে বিতাড়িত করে, অতঃপর ক্রমশঃ মোসলেম শক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে থাকে। দাজ্জালের ডান চক্ষু কাণা হইবে (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহারা অন্ধ হইবে), দাজ্জালের সঙ্গে বেহেস্ত-দুজখ থাকিবে (অর্থাৎ তাহারা এত শক্তি ও সম্পদশালী হইবে যে, লোকের পার্থিব সুখ-দুঃখের উপর তাহারা অনেকটা অধিকার রাখিবে) ইত্যাদি নিদর্শনও খৃষ্টান জাতির মধ্যে পাওয়া যায়।

১১২। দাজ্জালের গাধা জলের উপর দিয়া চলিবে এবং চলিবার সময় উহার সম্মুখে ও পিছনে 'আবর' বা মেঘ থাকিবে। (হাদীস)

খৃষ্টান জাতি কর্ত্তৃক ষ্টিমার বা জাহাজ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে। ষ্টিমার যখন চলে তখন ইহা হইতে এরূপ কাল ধূম নির্গত হয় যে, মনে হয় যেন ইহার সম্মুখে ও পিছনে এক খণ্ড মেঘ চলিতেছে।

১১৩। দাজ্জালের গাধার এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণের দূরত্ব প্রায় ৭০ গজ হইবে। (হাদীস)

রেলগাড়ীর আবিষ্কারে দাজ্জাল সংক্রান্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে। গার্ডের গাড়ী এবং ড্রাইভারের গাড়ী রেলগাড়ীর দুইটি কর্ণ স্বরূপ এবং এই দুইটির পরস্পরের দূরত্ব প্রায় সত্তর গজই বটে।

১১৪। দাজ্জালের এরূপ এক গাধা হইবে যাহা এত দ্রুতগামী হইবে যে, এক দিনে দেশের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে বিচরণ করিবে। (হাদীস)

রেলগাড়ী, মটর গাড়ী, মটর সাইকেল ও এরোপ্লেনের আবিষ্কারে এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইয়াছে।

১১৫। দাজ্জাল পৃথিবীর গুপ্ত ধন বাহির করিবে।

আজকাল খৃষ্টান জাতি পাহাড় জঙ্গল খুজিয়া মাটির নীচ হইতে কয়লা, কেরসিন, টিন ও পেট্রল ইত্যাদি বহু খনিজ পদার্থ বাহির করায় এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

১১৬। দাজ্জালের সঙ্গে রুটির পাহাড় থাকিবে।

বস্তুতঃ আজকাল ইউরোপ আমেরিকার খৃষ্টান জাতি এত ধনী হইয়াছে যে, তাহাদের ধনের অনুমানই করা যায় না। আমেরিকার গরীব লোকগণও আমাদের দেশের ধনী লোকগণের চেয়ে অধিক ধনী। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে রুটির পাহাড় আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মোসলমানদের ধর্ম্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

১১৭। মোসলমানগণ বহু 'ফেরকা' বা দলে বিভক্ত হইবে এবং তাহাদের মধ্যে ঘোর মত-বৈষম্য দেখা দিবে। (হাদীস)

আজকাল মোসলমানগণ শত শত ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দলই অপর দলকে কাফের বলিতেছে।

১১৮। আলেমগণ আকাশের নিম্নে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হইবে। (হাদীস)

বস্তুতঃ আজকালকার অধিকাংশ ওলামাই তাহাই হইয়াছে। আলেম শ্রেণীর পতন হইয়াছে বলিয়াই সমাজেরও পতন হইয়াছে। তাহারা তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য তবলীগ ও সমাজ-সংস্কার ভুলিয়া গিয়া বিবি তালাকের ফতুয়া নিয়াই ব্যস্ত। তাহারা অন্যায় ভাবে সমাজের মাল খাইতেছে, অথচ সমাজের কোন হিত সাধন করিতে পারিতেছে না। ধর্ম্ম বা ধার্ম্মিকতাকে তাহারা একটা ব্যবসা স্বরূপ করিয়া নিয়াছে। আধ্যাত্মিকতা তাহাদের মধ্যে নাই। সমাজ-সেবা তাহাদের মধ্যে নাই। আছে কেবল ফতুয়াবাজী ও বাহ্যিকতা। তাই আজ সমস্ত মোসলমান জগৎ তাহাদিগকে অভজ্ঞা চক্ষে দেখিতেছি।

১১৯। আলেমগণ ইমাম মাহদী বা শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের শত্রুতাচরণ করিবে, কারণ ইমাম মাহদীর মীমাংসা তাহাদের মতের বিরুদ্ধে হইবে। (হাদীস)

তাহাই হইয়াছে। মৌলবী মোল্লাগণ প্রতিশ্রুত ইমাম-মাহদী হইবার দাবীকারক হজরত আহমদের (আঃ) ঘোর শত্রুতাচরণ করিয়াছে ও করিতেছে। নিজেরা তো ইসলামের কোন খেদমত করিতে পারেই না, পক্ষান্তরে, যিনি আসিলেন ইসলামের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে এবং ইসলাম তরীকে উদ্ধার করিতে তাহারা তাঁহারই বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান হারাইয়া কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় কতগুলি ভ্রান্ত মনগড়া ধারণা নিয়া বসিয়া আছে এবং ইসলাম সেবার প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করিয়া আসমান হইতে হজরত ইসার (আঃ) সশরীরে অবতরণের প্রতীক্ষা করিতেছে। এদিকে লক্ষ লক্ষ মোসলমান ইসলামকে ইস্তফা দিয়া দাজ্জালের দলভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে। এক হিন্দুস্থানেই ত্রয়োদশ হিজরীর শেষভাগে ছয় লক্ষ মোসলমান খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় যখন হজরত ইমাম-মাহদী (আঃ) আসিয়া বলিলেন, "হজরত ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না, আল্লাহতা'লা হজরত রসুল করীমের গোলামদের মধ্যেই একজনকে হজরত ইসার (আঃ) গুণ ও শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছেন, তোমরা তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হও, তরবারীর জেহাদের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া জেহাদে-আকবর বা আত্ম-শুদ্ধি ও আত্ম-ত্যাগের জেহাদ কর, তবলীগে বাহির হও", তখন আলেম-সমাজ তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহার উপর কাফেরের ফতুয়া দিল, সমস্ত লোককে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইল।

১২০। সমসাময়িক আলেমগণ প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের বর্ণিত সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে পারিবে না, ফলে সেগুলি অস্বীকার করিবে এবং সেগুলিকে কোরান ও সুন্নতের বিরোধী মনে করিবে। (হাদীস)

বস্তুতঃ হজরত আহমদ নজুলুল-মসিহ, ওফাতে-মসিহ, নবুওত, ওহি-এল্‌হাম, দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, জেহাদ প্রভৃতি বিষয়ে-যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, এ জমানার মোটা-বুদ্ধি আলেমগণ তাহার গভীরতায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া সেগুলিকে কোরান ও সুন্নতের বিরোধী মনে করিতেছে।

১২১। মোসলমানদের উপর এত অধিক বিপর্য্যয় আসিবে যে, তাহারা ইহুদীদের ন্যায় ক্ষমতাহীন হইয়া অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিবে। (হাদীস)

বস্তুতঃ আজ মোসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা প্রায় ইহুদীদের মতই হইয়াছে। স্পেন হইতে তাহারা বিতাড়িত হইয়াছে, মরক্কোতে তাহারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছে, তদ্রূপ একে একে টিউনিস, ট্রিপলি, ত্রিপল, আল্‌জেরিয়া, ইজিপ্ট, সিরিয়া, ইরাক, খুরাসান, সমরকন্দ, তুর্কিস্তান, হিন্দুস্তান, মালয় ইত্যাদি সর্ব্বত্র আজ তাহারা রাজক্ষমতা হারাইয়া অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। আজ আটলান্টিকের পূর্ব্ব উপকূল অর্থাৎ মরক্কো হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা, মালয় ও চীন পর্য্যন্ত সমস্ত মোসলমান দেশ ও রাজ্যগুলী কোন-না-কোন বিজাতির আশ্রয়ে আছে। এক মাত্র তুরস্ক ছাড়া (তুরস্কের উপর দিয়াও বহু বিপর্য্যয় গিয়াছে) আর কোন মোসলমান দেশ বা রাজ্যই পূর্ণরূপে স্বাধীন বা স্বাবলম্বী নহে, কোন না কোন রূপে অন্যের দয়ার উপরই নির্ভর করিতেছে।

১২২। মোসলমানদের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করা হইবে। (হাদীস)

বস্তুতঃ আজ হজরত আহমদের (আঃ) আবির্ভাবে সমস্ত জগতে ইসলাম প্রচারের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বত্র তৌহীদের প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ইউরোপ-আমেরিকার মত নাস্তিকতা ও অধর্ম্মের দেশেও হাজার হাজার লোক ইসলাম কবুল করিতেছে, এবং যেরূপ ক্ষিপ্রতা ও সফলতার সহিত প্রচার-কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস যে, শীঘ্রই জগত মোসলমানদের দ্বারা ভরিয়া যাইবে।

১২৩। একই কলেমা হইবে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারো উপাসনা করা হইবে না। (হাদীস)

ইহাতেও ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আজ আহমদীয়া জমাতের প্রচারের ফলে জগদ্বাসী অতি দ্রুত গতিতে তৌহীদের দিকে অগ্রসর হইতেছে—হিন্দু, খৃষ্টান, শিখ ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের লোকই তৌহীদ গ্রহণ করিতেছে এবং তৌহীদের এই আভিযান হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া, আজ মোশ্‌রেক (অংশীবাদী) হিন্দু এবং খৃষ্টানগণও বলিয়া বেড়াইতেছে যে, তাহারাও প্রকৃত পক্ষে এক খোদাই মানে। বস্তুতঃ সে-দিন বেশী দূরে নয়, বরং অতি সন্নিকট, যখন সমস্ত জগদ্বাসী সমস্বরে ঘোষণা করিবে—"লাইলাহা-ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লা"।

১২৪। তরবারীর যুদ্ধ রহিত হইয়া যাইবে। (হাদীস)

এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ যদি তরবারীর জেহাদ হইয়া থাকে, তবে তাহা তো হজরত আহমদ (আঃ) স্বয়ংই রহিত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণ যুদ্ধের অর্থেও এই ভবিষ্যদ্বাণীটি শীঘ্রই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জগতে যুদ্ধ নিবারণের আন্দোলন শুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে-যুদ্ধ চলিতেছে তাহা চিরতরে যুদ্ধ নিবারণেরই প্রতীক স্বরূপ। উভয় পক্ষই বলিতেছে যে, নূতন জগত এবং শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাহারা যুদ্ধ করিতেছে।

সমালোচনা

মিশ্‌কাত শরীফের ইংরাজী অনুবাদ

(সম্প্রতি আল্‌হাজ্ব মৌলানা ফজলকরীম সাহেব বিখ্যাত হাদসী গ্রন্থ মিশ্‌কাত শরীফের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত আমাদের উর্দ্দু 'রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন' পত্রিকায় তাহার এক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা গেল।)

"আল্লাহতা'লা আল্-হজ্ব মৌলানা ফজল করীম সাহেবের মঙ্গল করুন। তিনি 'মিশ্‌কাতুল-মাছাবীহ' নামক হাদীস গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমানদের উপর এক মহা 'এহ্‌সান' বা অনুগ্রহ করিয়াছেন। হাদীসের 'দরসী' বা পাঠ্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'মিশ্‌কাত' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা 'ছেহা-সিত্তা' অর্থাৎ হাদীসের শ্রেষ্ঠতম ছয়টী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং উক্ত ষষ্ঠ গ্রন্থের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল হাদীসই ইহাতে আছে এবং আমাদের ধারণা এই যে, হাদীস গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এই 'মিশ্‌কাত' শরীফেরই ইংরাজী অনুবাদের সর্ব্বাধিক প্রয়োজন ছিল। মৌলানা সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়া ইংরাজী-জানা মোসলমানদের মহোপকার এবং স্বয়ং হাদীসের মহা সেবা সাধন করিয়াছেন। মিশ্‌কাতের এই অনুবাদে ইস্‌লামিক লিটারেচারের এক মহা অভাব পূরণ হইয়াছে। 'মিশ্‌কাত' এক বৃহৎ গ্রন্থ। ইহার অনুবাদ টিকা-টিপ্পনি সহ প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে।

ইংরাজী অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে এরাব্‌ (স্বরবর্ণ) সহ আরবীও রহিয়াছে। ইহাতে সামান্য আরবী-জানা লোকও তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। এই অনুবাদ পাঠে মনে হয় যে, মৌলানা সাহেব এই প্রশংসনীয় অনুবাদের সময় বহু পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছেন। ইহার ভূমিকা—যাহা এল্‌মুল্-হাদীস বা হাদীস-তত্ত্ব সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ—লিখকের জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দেয়। ভূমিকায় 'আস্‌মাউর-রেজাল' অধ্যায়ে দুই শতাধিক 'রাবী' বা রিপোর্টারের জীবনচরিত রহিয়াছে। তা'ছাড়া স্বয়ং নবী করীমের (ছাঃ) জীবনী সম্বন্ধে ৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানা বিবৃতি রহিয়াছে।

এই গ্রন্থের বহু সৌন্দর্য্যের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য্য এই যে, প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে একটি ভূমিকা রহিয়াছে। সেই ভূমিকায় সেই অধ্যায়ের সার-মর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে।

এই অনুবাদ পাঠে এই অনুভূতিও হয় যে, মৌলানা সাহেব ইংরাজী-জানা এবং নব্য চিন্তাধারা ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও 'কাদামত-পছন্দ' অর্থাৎ পুরাতন ধারণার বশবর্ত্তী এবং এতদ-কারণে কোন কোন স্থানে 'ফাশ-গলতি' বা glaring mistake-ও করিয়াছেন। যথা—'হায়াতে-মসিহ' বা হজরত ইসার (আঃ) জীবিত থাকা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাকেও তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে দুই একটি দলিলও পেশ করিয়াছেন। 'এরাব' (স্বরবর্ণ) এবং অনুবাদেও স্থানে স্থানে ভুল রহিয়াছে। বোধ হয়, প্রুফ অধিক মনোযোগের সহিত দেখা হয় নাই। কিন্তু যাহা হউক, এই দুই একটি ত্রুটি সত্ত্বেও লিখকের পরিশ্রম ধন্যবাদার্হ এবং এই ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

ছয় হাজার হাদীস বা রসুল করীমের (সাঃ) বাণীকে প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং আড়াই হাজারের অধিক ব্যাখ্যা-মূলক নোট দিয়াছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় চারি শত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানা ইসলামিক লিটারেচারে এক মূল্যবান দান। ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত। চারি খণ্ডের মোট মূল্য ২৩৲ টাকা বা দুই পাউণ্ড ছয় পেন্স রাখা হইয়াছে। পৃথক পৃথক খণ্ড ক্রয় করিলে মূল্য একটু বেশী পড়ে। টাইপ, কাগজ ও ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। রসুল করীমের (ছাঃ) বাণীর প্রেমিক প্রত্যেক যুবক যাহারা ইংরাজী জানেন না বা কোন আরবী জানা ওস্তাদের নিকট যাইয়া হাদীস শিখিবার সময় পান না তাহাদের প্রতি আমরা সুপারিশ করিতেছি যে, মৌলানা ফজল করীম সাহেবের 'আলহাদীস' তাহাদের জন্য এক সুদক্ষ ইংরাজী ও আরবী-জানা শিক্ষকের কাজ দিবে।"

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) ম্যানেজার, আলহাদীস,
৯৫ বৈঠকখানা রোড্, কলিকাতা,
(২) মকতুব-আহমদীয়া, পোঃ, আঃ, কাদিয়ান,
জিলা—গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব।

Regd. No. C.—1356
The Fortnightly Ahmadi
4 Bakshi Bazar, Dacca
Dated 15th February, 1942

শোক সংবাদ

আমরা বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, হজরত মসিহ মাওউদের প্রথম খলিফা মরহুম হজরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেবের (রাঃ) পৌত্র ও আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রাদেশিক আমীর আলহজ্ব খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেবের দৌহিত্র মাষ্টার আবদুল ওয়াসেত সাহেব; যিনি বিগত বৎসর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিলেন। সম্প্রতি লায়েলপুরে অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। আল্লাহতা'লা তাঁহাকে মাগফেরাত করুন। আমরা তাহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

প্রাদেশিক আমীর

আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর আলহজ্ব খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন মৌলবী আবুল হুসেন সাবরেজষ্ট্রার সাহেবকে সদর আঞ্জোমনে অহমদীয়ার অনুমতিতে ডিসেম্বর, ১৯৪১ হইতে জানুয়ারী, ১৯৪২, এই দুই মাসের জন্য নায়েব-আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং খোদাতা'লার ফজলে তিনি বর্ত্তমানে অনেকটা সুস্থ হওয়ায় (অবশ্য এখনো পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পান নাই, বন্ধুগণ তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের জন্য দোয়া করিবেন) ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি প্রাদেশিক আঞ্জোমনের কার্য্যভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে এই গুরু ভার বহন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ-জীবন দান করেন—আমীন!

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ—ভারতের সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪৷৷০, মধ্যম ২৷৷০ ও ছোট ১৷৷০ টাকা মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—নিত্যপ্রয়োজনীয় ও সর্ব্বরোগ নাশক। তোলা ৪৲।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক ও অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ। সের ৩৲ টাকা।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ইহা সেবনে ধাতু দৌর্ব্বল্য, রক্ত হীনতা, স্বপ্নদোষ প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ণ। সের ১৬৲ টাকা।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক, প্রভৃতি জরায়ু দোষ ও মারতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ৭ মাত্রা ২৲ ৫০, মাত্রা ৫৲

আহমদীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

আহমদীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, ভবিষ্যতে আপনারা আহমদীর চাঁদা প্রেরণ কালে বা 'আহমদী' সংক্রান্ত কোন পত্রাদি লিখিবার কালে নিজ নিজ Subscriber number বা গ্রাহক নম্বর জরুর উল্লেখ করিবেন। নতুবা চাঁদাদি জমা দিতে বা ঠিকানাদি পরিবর্ত্তন করিতে বড়ই অসুবিধা হয়।

ম্যানেজার, 'আহমদী'

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. L. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).